যুগান্তর

তাং: 29 APR 2008
পৃঃ ১৬ ৭

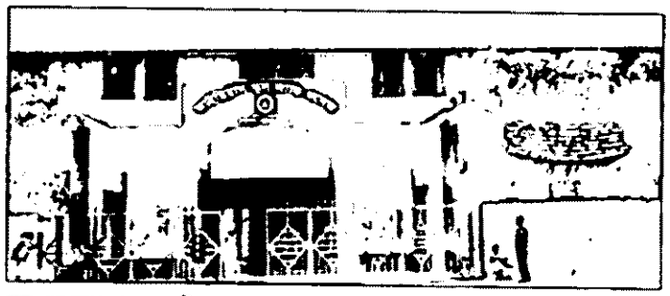

অধ্যক্ষ রাশিদা বেগম ও আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের মূল ফটক

প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে কলেজে উন্নীত আইডিয়াল ধারাবাহিক অগ্রযাত্রার নাম

মুসতাক আহমদ

২০০৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে চতুর্থ সেরা কলেজের মর্যাদা লাভ করে 'আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ'। ফলাফলের ভিত্তিতে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার পরই বোর্ডগুলো এই তালিকা করে থাকে। মতিঝিল আইডিয়ালের শুধু কলেজ শাখা নয়, স্কুল শাখাও ঢাকা বোর্ডসহ সারাদেশের অন্যতম সেরা হিসেবে স্বীকৃত। ১৯৬৫ সালে ছোট্ট একটি টিনশেডে প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে যাত্রা এই প্রতিষ্ঠানের। আজ তা সুনাম আর সুখ্যাতি নিয়ে শীর্ষস্থানীয় এক প্রতিষ্ঠানের নাম। প্রতিষ্ঠার পরের বছরই ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানের তৎকালীন কৃষি ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী এএইচএমএস দোহা 'হাইস্কুল' শাখার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এরপর ১৯৬৮ সালে জুনিয়র স্কুল এবং ১৯৭২ সালে পূর্ণাঙ্গ হাইস্কুলে উন্নীত হয়। ১৯৭৩ সালে প্রথমবারের মতো এই স্কুল থেকে শিক্ষার্থীরা এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। ১৯৯০-১৯৯১ সালে খোলা হয় কলেজ শাখা। প্রতিষ্ঠানটির মূল শাখা মতিঝিলে অবস্থিত। মূল শাখার বাইরে বনশ্রী শাখা রয়েছে। মূল শাখায় বাংলা এবং ইংরেজি উভয় মাধ্যমে প্রভাতী ও দিবা শাখা রয়েছে। বনশ্রী শাখায় শুধু বাংলা মাধ্যমে প্রভাতী ও দিবা শাখায় ক্লাস হয়। আর শুধু ছাত্রীদের জন্য রয়েছে কলেজ শাখা। আইডিয়ালে বর্তমানে ছাত্রছাত্রী প্রায় ১২ হাজার। শিক্ষক রয়েছেন ২৮৩ এবং কর্মচারী ৩৩ জন। একাডেমিক ভবন, মূল ভবন, বিজ্ঞান ভবন ও কলেজ ভবন— মূল শাখায় এই চারটি ভবন আছে। ১৯৯৬ সাল থেকে বনশ্রী শাখা চালু হয়েছে। কলেজে শুধু ছাত্রীদের ভর্তি করানোর ফলে দেখা যাচ্ছে প্রতিবছর প্রায় এক হাজার আলোকিত ও সুশিক্ষিত নারীকে সমাজ ও দেশের বৃহত্তর অঙ্গনে ছেড়ে দিচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। ২০০৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় আইডিয়ালের কলেজ শাখা ঢাকা বোর্ডে চতুর্থ স্থান দখল করে। গত বছরের ২৬

নাম : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৭ (● কল : ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ)

নাম :

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আগেই প্রকাশিত ওই ফলাফলে দেখা যায়, মোট ৯৪০ জন ছাত্রী অংশ নেয় পরীক্ষায়। এর মধ্যে ২৭৬ জনই লাভ করে সর্বোচ্চ সাফল্য জিপিএ-৫। ৭ জন কৃতকার্যতার মুখ দেখেনি অর্থাৎ ৯৩৩ জনই পাস করে। পাসের হার ৯৯ দশমিক ২৬।

এই প্রতিষ্ঠানের গৌরবজনক সাফল্য শুধু একটি বছরেই সীমাবদ্ধ নয়। মূলত শুরু থেকেই এই স্কুলটি মানসম্মত শিক্ষাদানের মাধ্যমে আদর্শ ও সুনাগরিক তৈরি এবং শিক্ষার্থীদের ভালো ফলাফল করানোর কারণে আলোচনায় উঠে আসে।* প্রায় প্রতিটি পরীক্ষায়ই স্কুলটির ছাত্রছাত্রীরা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে। ২০০৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় আইডিয়াল কলেজ ঢাকা বোর্ডের ষষ্ঠ সেরা কলেজ ছিল।

প্রতিষ্ঠানটির ঈর্ষণীয় সাফল্যগাথার সঙ্গে অবশ্য ভর্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি-অনিয়মও এর ভাবমর্যাদাকে বিভিন্ন সময়ে প্রশ্নের মুখোমুখি করেছে। গলাকাটা ডোনেশন আদায়, ভুয়া ভর্তি, শিক্ষকদের ভর্তি ব্যবসা (টাকার বিনিময়ে), কোচিং ব্যবসা, বই ব্যবসা, প্রাইভেট পড়তে বাধ্য করাসহ বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে স্কুলের দিবা শাখার প্রধান সহকারী শিক্ষক মোঃ মোজাম্মেল হোসাইন বলেন, 'এটাই আমাদের প্রধান চ্যালেঞ্জ। ১৯৯৮ সাল থেকে স্কুলে মেধার বাইরেও বিভিন্নভাবে বিশেষ করে সরকারের ওপর মহলের চাপে ভর্তি করতে হচ্ছে।' তিনি বলেন, শুধু এবারই তারা সম্পূর্ণরূপে মেধার ভিত্তিতে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মেধাতালিকার বাইরে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ১০ ভাগ ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। এজন্য স্কুলের 'উন্নয়ন ফি' বাবদ ডোনেশন নেয়া হয় মাত্র ২০ হাজার টাকা করে। সুতরাং লাখ লাখ টাকার ডোনেশন বাণিজ্য সত্য নয়। ২০ হাজারের বাইরে যদি কোন অভিভাবকের কাছ থেকে কেউ টাকা নিয়ে থাকে, তার দায়দায়িত্ব স্কুলের নয়।

একসময়ে আইডিয়াল স্কুলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যে নামটি জড়িয়ে ছিল সেটি হচ্ছে ৩৩ বছর প্রধানের দায়িত্ব পালনকারী অধ্যক্ষ মোঃ ফয়জুর রহমান। তিনি ১৯৯৭ সালে অবসরে যান। বর্তমানে অধ্যক্ষের চলতি দায়িত্ব পালন করছেন প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক রাশিদা বেগম। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শাহান আরা বেগমকে কয়েক মাস আগে ভর্তিতে দুর্নীতিসহ বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। তার বিরুদ্ধে মতিঝিল থানায় একজন দাতা সদস্য সম্প্রতি অর্থ আত্মসাৎ, ভুয়া ভর্তি, জালিয়াতি, প্রতারণাসহ বিভিন্ন অভিযোগে মামলা করেন। তিনি বর্তমানে বাধ্যতামূলক ছুটিতে আছেন।

অধ্যক্ষ রাশিদা বেগম বলেন, একটি একাডেমিক ক্যালেন্ডার, ক্লাস ডায়েরি এবং সিলেবাসের আলোকে চালানো হয় ছাত্রছাত্রীদের। বছরের প্রথমেই শিক্ষার্থীদের হাতে এগুলো দেয়া হয়। ক্যালেন্ডার অনুসারে পরীক্ষা হয়। ডায়েরিতে শিক্ষাবর্ষের পারফরম্যান্স লেখা হয় এবং সিলেবাস পুরোটা শেষ করা হয়। সব কিছুর জন্য বার্ষিক পরীক্ষায় মার্কিং করা হয়। শিক্ষকরা পরিশ্রম করেন। তাদেরও পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে। অভিভাবকদেরও শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে ফেলা হয়। ডায়েরিতে নিয়মিত স্বাক্ষর করে সন্তানের লেখাপড়া যে তিনি মনিটর করেন, তার প্রমাণ দিতে হয়। শিক্ষার্থীদের সিলেবাস এমন পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়েছে যাতে একজন পড়ুয়া শিক্ষার্থী ইচ্ছা করলে বাসায় আগাম পড়ে কোর্স শেষ করতে পারবে। আবার পরীক্ষায় কোন শিক্ষার্থী খারাপ করলে অভিভাবককে জানানো হয়। এতে অভিভাবকরা তার সন্তান সম্পর্কে আরও সচেতন হন। আসলে সবারই সম্মিলিত প্রয়াসে আজকের আইডিয়াল স্কুল ও কলেজ।

'শৃঙ্খলাই আইডিয়ালের মূলমন্ত্র'— এ মন্তব্য করে তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের 'ওয়েল-ইকুইপড' হয়ে ক্লাসে আসতে হয়। রাজধানীর অন্য পাঁচটি স্কুলের মতোই এর শিক্ষা ব্যয়। সুতরাং সাধারণের নাগালের বাইরে আইডিয়াল এ কথা সত্য নয়। তবে দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোন বৃত্তির ব্যবস্থা আছে কি না তা তিনি জানাতে পারেননি। ছাত্রছাত্রীদের টিউশন ফি এবং সরকারি অর্থই স্কুলের আয়ের উৎস। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, একসময় সব বিষয় মিলিয়ে সাড়ে ৭০০ পেলে স্টার পাওয়া যেত। আর এখন জিপিএ-৫ পেতে হলে প্রতিটি বিষয়ে ৮০ করে পেতে হবে। আর এ কারণে অভিভাবকরাই সন্তানদের প্রাইভেট পড়ান এবং কোচিং করান। তবে বাধ্য করা হয় এ ধরনের কোন অভিযোগ তাদের জানা নেই।

অধ্যক্ষ বলেন, ছোট্ট মাঠই তাদের ক্রীড়া কর্মকাণ্ডের প্রধান বাধা। এ কারণে এদিক থেকে তারা সামান্য পিছিয়ে। তবে কো-কারিকুলাম এবং এক্সট্রা কারিকুলাম কার্যক্রমে তারা বেশ এগিয়ে। স্কুলে প্রায়ই বিজ্ঞান মেলা হয় অথবা অন্য প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত মেলায় যোগদান করে তাদের ছাত্রছাত্রীরা। নিয়মিত তালিম ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের ইসলামী ভাবাদর্শে গড়ে তোলা হয়। বিতর্ক সংঘ, ইংলিশ সোসাইটি, বিজ্ঞান ক্লাব ইত্যাদি কার্যক্রম রয়েছে। বিএনসিসি এবং রোভার স্কাউটিংয়ের রয়েছে গৌরবময় ঐতিহ্য। এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা স্কাউটিংয়ে অবদানের জন্য পাকিস্তান, ভারত, থাইল্যান্ড, জাপান, সিঙ্গাপুর, হল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, ভুটান, শ্রীলংকাসহ বিভিন্ন দেশ সফর করেছে। এ পর্যন্ত ৫০ জন লাভ করেছে স্কাউটিংয়ে প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড। শুধু এসএসসি নয়, এইচএসসিতেও এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ঈর্ষণীয় সাফল্য রয়েছে। প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তিও পেয়ে আসছে নিয়মিত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক।